যায়যায়দিন

তারিখ ঃ ২৭-০২-২০২২ (পৃঃ ১৩)

মাঠে উচ্চ ফলনশীল-২০৯ জাতের ধান দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নীরব বিপ্লব

■ ইমরান সিদ্দিকী

আবহমানকাল ধরে চাল'কে এ দেশের জাতীয় সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রথমটিই খাদ্য। বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মানুষের প্রধান খাবার ভাত। দেশের ১৭ কোটি মানুষের খাবারের জোগান নিশ্চিত করা সহজ কথা নয়। এর পেছনে রয়েছে সরকারের কৃষিবান্ধবনীতি, কৃষি উপকরণ সহায়তা, ভর্তুকি, প্রণোদনা, দেশের ধান বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণা এবং ঘাম ঝরানো কৃষকদের নিরলস পরিশ্রম। এসবের মধ্য দিয়ে খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার গৌরবলাভ করেছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্লোগান ছিল, 'বাংলার প্রতি ঘর, ভরে দিতে চাই মোরা অন্নে'। স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে যে কয়েকটি খাত এগিয়ে আছে, তার মধ্যে বড় অবদান রেখেছে কৃষি খাত। মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং অব্যবহিত পরে প্রায় সাত কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদন করতেই হিমশিম খেতে হয়েছে দেশকে। তখন আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হতো। দুর্ভিক্ষের মতো বিপর্যয় কড়া নাড়তো।

এখন দেশের লোকসংখ্যা ১৭ কোটিরও বেশি, পাশাপাশি আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। এরপরও বছরে প্রায় চার কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ। বিপুল মানুষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাই বড় অর্জন।

স্বাধীনতার পর দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে একটা নীরববিপ্লবঘটে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিজমি কমতে থাকাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রাকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ২০৯ জাতের বিভিন্ন ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে।

ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে প্রথম। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টরপ্রতি ধান উৎপাদনের দিক থেকেও অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। বাংলার কৃষকরা এখানেই থেমে যাননি। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বের জন্য উদাহরণ। জতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করায় বাংলাদেশের সাফল্যকে বিশ্বের জন্য উদাহরণ হিসেবেপ্রচার করছে। এ সাফল্য সামগ্রিকভাবেবাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আসছে আরও ৭ জাতের ধান

১৯৭২ সাল থেকে দেশি জাতকে উন্নত করে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত উদ্ভাবনের পথে যাত্রা করেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি এ পর্যন্ত ৭টি হাইব্রিড ও ১০১টি ইনব্রিড জাতসহ মোট ১০৮টি জাত উদ্ভাবন করেছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২৩ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আরও ৩৮টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে

বাংলাদেশের খাদ্য সংকটকে ইঙ্গিত করে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ একটি 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে মন্তব্য করেছিলেন। এখন আর খাদ্য সংকটের দেশ নয়। বাংলাদেশ এখন খাদ্যপণ্য রপ্তানিকারক দেশ। ধান, গম, ভুট্টা, আলু আম বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে চলছে। সবজি উৎপাদনে তৃতীয় আর মাছ উৎপাদনে এখন বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ এবং জলবায়ু সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বলছে, আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের যেসব দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়তে পারে, সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতাও বাড়ছে। ১৯৭২ সাল থেকে দেশি জাতকে উন্নত করে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত উদ্ভাবনের পথে যাত্রা করেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি এ পর্যন্ত ৭টি হাইব্রিড ও ১০১টি ইনব্রিড জাতসহ মোট ১০৮টি জাত উদ্ভাবন করেছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২৩ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আরো ৩৮টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে।

এর মধ্যে ব্রি'র ১০৬টি (৯৯টি ইনব্রিড ও ৭টি হাইব্রিড) উচ্চফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ৪৬টি জাত বোরো মৌসুমের জন্য, ১২টি জাত বোরো ও আউশ উভয় মৌসুম উপযোগী, ২৬টি জাত বোনা এবং রোপা আউশ মৌসুম উপযোগী, ৪৫টি জাত রোপা আমন মৌসুম উপযোগী, ১টি জাত বোরো, আউশ এবং রোপা আমন মৌসুম উপযোগী, ১টি জাত বোনা আমন মৌসুম উপযোগী। বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা লবণসহিষ্ণু, খরাসহিষ্ণু ও বন্যাসহিষ্ণু ধানের ২৪টি জাত উদ্ভাবন করেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের ধানের উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচ গুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে দশ গুণ। দুই যুগ আগেও দেশের অর্ধেক এলাকায় একটি ও বাকি এলাকায় দুটি ফসল হতো। বর্তমানে দেশে বছরে গড়ে তিনটি ফসল হচ্ছে। পরিশ্রমী কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াসেই এ সাফল্য।

স্বাধীনতার পর দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে দুই টন চাল উৎপাদিত হতো। এখন হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হচ্ছে চার টনেরও বেশি। ধান ধরে হিসাবকরলে তা ছয় টন। আর এভাবেই প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তলিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ। অধিক ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করায় হাজার বছরের খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বিশ্বে দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবার ওপরে। বিশেষ করে খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবেদেখছে বিশ্ব।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখ ঃ ২৫-০২-২০২২ (পৃঃ ০৩)

বাজারে মোটা চালের দাম বাড়েনি

ভার্চুয়াল সভায় খাদ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন বোরো সংগ্রহ ২০২২ মৌসুমে সাড়ে ৬ লাখ মেট্রিক টন ধান, ১১ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল, ৫০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সংগ্রহ মৌসুম ২৮ এপ্রিল থেকে শুরু ৩১ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত চলবে। প্রতি কেজি বোরো ধানের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ধান ২৭ টাকা, সিদ্ধ চাল ৪০ টাকা এবং আতপ চাল ৩৯ টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির ভার্চুয়াল সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভাপতির বক্তব্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের বাজারে মোটা চালের দাম বাড়েনি। কয়েক সপ্তাহ ধরে দাম কমতির দিকে। মোটা চালের অধিকাংশ নন-হিউম্যান কনজামশনে চলে যাওয়ায় এবং মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের কারণে সরু চালের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। এ কারণে সরু চালের দাম কিছুটা বেড়েছে। এ সময় তিনি সরু ধানের উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভায় কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ইতোমধ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন উদ্ভাবিত দুটি জাত ব্রি-৮৯ ও ব্রি-৯২ বোরো ধানের উৎপাদন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই প্রজাতির উৎপাদন বেশি হবে এবং চালও সরু হবে। এ ছাড়া খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বাড়ানো হচ্ছে।

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, বর্তমান বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ও মূল্য নিরর্ধারণ যৌক্তিক হয়েছে। এতে কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে।